কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

স্মারক নং- ১২.০১.০০০০.০০০.৯৯.০০৪.১৯.৭৫০৮ তারিখ: ০১/০১/২০২৫ খ্রি.

বিষয়ঃ **২০২৪-২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের করণীয় প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে মসুর ডাল ফসলের রোগ ও দমন ব্যবস্থাপনায় করণীয় এতদসংগে সংযুক্ত পূর্বক (অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ব্লক পর্যায়) বহুল প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলো।

বি: দ্র: স্ব স্ব অফিসের প্রকাশনার বরাদ্দ দিয়ে লিফলেট করে বিতরণ করা যেতে পারে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে: ০১ (এক) পাতা।

০১/০১/২০২৫

পরিচালক
সরেজমিন উইং
ফোনঃ ৫৫০২৮৪০৩

সুস্মিতা
০১.০১.২৫

১. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর---------অঞ্চল (সকল)।
২. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর---------জেলা (সকল)।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে- (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

১. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
২. অফিস নথি।

মসুর ডাল ফসলের রোগ ও দমন ব্যবস্থাপনা

স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ

স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট বাংলাদেশে বর্তমানে মসুরের সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ। দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এর প্রকোপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণভাবে সমগ্র বাংলদেশে এর আক্রমন লক্ষ্য করা গিয়াছে। স্টেমফাইলিয়াম বোস্ট্রায়সাম *(Stemphylium botryosum)* নামক একটি ছত্রাক জাতীয় জীবাণু এ রোগের কারণ। এ রোগের জীবাণু ছত্রাকটি বায়ু প্রবাহ দ্বারা পরিবাহিত হয়। আমাদের দেশে সাধারণত: ডিসেম্বর মাসের শেষে অথবা জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে নিম্নচাপ দেখা যায়, তখন ২-৩ দিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না, হালকা বাতাস বইতে থাকে এবং গাছের পাতা ৮-১০ ঘন্টা ভেজা থাকে, এই রকম আবহাওয়ায় এ রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এ রোগের আক্রমণের ফলে ৮০% ভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতার উপর হালকা বাদামী বা শুকনা খড়ের রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। এই দাগগুলো আকারে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ পাতাটি আক্রান্ত হয়ে ঝরে পড়ে। ধীরে ধীরে নতুন নতুন শাখার অগ্রভাগও আক্রান্ত হয় এবং শুকিয়ে মরে যায়। আক্রমণের প্রকোপ বেশি হলে সমগ্র ফসলের মাঠটি ঝলসানো রং ধারণ করে। তবে ফলগুলি তখনও সবুজ থেকে যায়।

ব্যবস্থাপনা

রোভরাল-৫০ডব্লিউপি নামক ছত্রাকনাশকের মিশ্রন স্প্রে করলে এই রোগের অনিষ্ট থেকে ফসল রক্ষা করা যায়। কিন্তু রোভরাল-৫০ডব্লিউপি ছত্রাকনাশক অনেক দিন ধরে ব্যবহার করার ফলে এই রোগের জীবাণু প্রতিরোধী হয়ে উঠছে এবং অনেক জায়গায় রাস্ট রোগের আক্রমণ দেখা যায়। বর্তমানে নাটিভো অথবা ফলিকুর ২৫০ ইসি ছত্রাকনাশক ০.২% হারে পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর তিন থেকে চার বার ফুল আসার আগে অথবা রোগ হওয়ার অনুকূল পরিবেশ দেখা দিলে কিংবা রোগ দেখা দিলে হালকা রোদ্রোজ্জল সকালে (৯-১০টা) স্প্রে করলে এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মসুরের উন্নত জাত বারি মসুর-৮ এ রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। উক্ত জাতটি আবাদ করলে এ রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করে ক্ষতির মাত্রা বহুলাংশে কমানো যায়।

গোড়া পচা রোগ

গোড়া পচা রোগটি মূলত মাটি বাহিত চারা আক্রমণকারী রোগ। এ রোগটি সাধারণত দুই বা ততোধিক ছত্রাকের আক্রমণের কারণেই হয়ে থাকে। স্ক্লেরোশিয়াম রল্ফলি *(Sclerotium rolfsii)* নামক ছত্রাক এক মাস বা তার চেয়ে কম বয়সের চারাকে আক্রমণ করে এবং চারা অবস্থায় ও তার পরবর্তী ফিউসারিয়াম অক্সিস্পোরাম *(Fusarium oxisporum)* নামক জীবাণু ছত্রাকের আক্রমণের কারণে গোড়া পচা ও উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ

অল্প বয়সে আক্রান্ত হলে চারা হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে মারা যায়। নেতিয়ে পড়া চারা শুকিয়ে খড়ের রং ধারণ করে এবং পরিশেষে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। গাছের মুল এবং শিকড় আক্রান্ত হলে প্রাথমিক অবস্থায় গাছের আকার খর্বাকৃতির হয় এবং গাছের নীচের দিকে থেকে ক্রমশ উপরের দিকে পাতা হলুদ রং ধারণ করে বেকে যায়, পরিশেষে গাছ ঢলে পড়ে মারা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

সাধারণত যে সকল জমিতে স্বাভাবিক অবস্থার (জো অবস্থা) চেয়ে বেশি রস থাকে সে সকল জমিতে গোড়া পচা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। সুতরাং বপনের সময় জমিতে যাতে অতিরিক্ত রস না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রোভেক্স অথবা অটোস্টিন ২-২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি শুকনো বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করলে এরোগের প্রকোপ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। এছাড়া মাঠে এ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রোভেক্স অথবা অটোস্টিন/ব্যাকটোবার্ন/নোইন ২ গ্রাম/লিটার হারে শেষ বিকেলে গাছে গোড়ায় ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া রীলে পদ্ধতিতে বা বিনা চাষে চাষ করলে এ রোগ অনেকাংশে কমানো যায়।